পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নভেম্বর, ২০১০

ডঃ কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রচ্ছদ ঃ পিকেএসএফ ভবন

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল ঃ pksf@pksf-bd.org
ওয়েভ পেইজ ঃ www.pksf-bd.org

নভেম্বর, ২০১০

কম্পোজ ও পেইজ মেক-আপ
মোঃ মনির হাসান, সহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*

ভূমিকা

১.০ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে পিকেএসএফ বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের আদলে বর্তমানে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো অনেক দেশ এরূপ প্রতিষ্ঠান তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পিকেএসএফ নিজস্ব ভাবমূর্তি ও স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর নতুন নতুন কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। দাতা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সীমিত সময়ের প্রকল্প হিসেবে নয় বরং একটি স্বশাসিত এবং স্বতন্ত্রধারার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রেক্ষাপট

২.০ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে দীর্ঘদিনের আলাপ আলোচনা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতবিনিময়, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ এবং দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পার হয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার এ ইতিবৃত্ত কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত উন্নয়ন প্রয়াস চিহ্নিতকরণের ও সেটি বাস্তব রূপ প্রদানের অন্বেষণ প্রক্রিয়ার ইতিহাস। একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সূচিত উক্ত অন্বেষণ প্রক্রিয়া অর্ধযুগব্যাপী চলমান ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সফল পরিসমাপ্তি লাভ করে। উক্ত প্রক্রিয়াভুক্ত চলমান ঘটনা প্রবাহকে লিপিবদ্ধ আকারে ধরে রাখার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছাড়াও ইতিবৃত্তটি দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক, দেশি ও বিদেশি পরিকল্পনাবিদ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের নিকট উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের একটি অনন্য কেস স্টাডি হিসেবে পরিগণিত হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.০ ১৯৮৪ সালের শুরুতে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প (Poverty Alleviation and Rural Employment Project)-শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাত হয়ে

---

* এই পুস্তিকার ৪-৯৪ নং অনুচ্ছেদে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যে-সকল ঘটনার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো ফাউন্ডেশনে রক্ষিত কাগজ-পত্র থেকে নেয়া হয়েছে। পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত ঘটনা পরম্পরা বর্ণনায় ফাউন্ডেশন বা ফাউন্ডেশনের কোন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত মতামত জুড়ে দেয়া হয়নি। পুস্তিকাটি পিকেএসএফ-এর ৮ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রণয়ন করেছেন। তাঁকে সাহায্য করেন জনাব রোকনুজ্জামান, তৎকালীন সহকারী ব্যবস্থাপক।

১৯৯০ সালের মে মাসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উত্থাপিত প্রাথমিক ধারণাপত্রের সাথে তুলনা করা হলে দেখা যাবে যে, ১৯৯০ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ পৃথক কাঠামো ও আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। ফাউন্ডেশন গঠনের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে ধারাবাহিকভাবে ১৯৮৪ সাল থেকে এতসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিচে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো–

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৪ সাল

৪.০ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প শীর্ষক প্রস্তাবের অব্যবহিত পরেই প্রকল্প প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিশ্বব্যাংক "Bangladesh: A Framework for Additional Efforts to Address Rural Poverty and Employment" নামে একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের ধারণাপত্র সরকারের বিবেচনার জন্যে পেশ করে। উক্ত ধারণাপত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কৌশল সমন্বয় করে Upazila Employment Resource Centre (UERC) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। অধিকন্তু সরকারি কাঠামোর বাইরে একটি বিদেশী বেসরকারি সংস্থাকে UERC কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাব করে।

৫.০ সরকারের পক্ষ হতে প্রস্তাবিত UERC প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস-এর মতামত চাওয়া হলে তিনি এর বিরোধিতা করে জুন ২৯, ১৯৮৪ সালে লিখিতভাবে তাঁর মতামত প্রদান করেন। তাঁর মতে, গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাকের পরীক্ষিত সফল দু'টি ভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত করে একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করলেই সেটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে মূল কার্যক্রমগুলোর অনুরূপ সাফল্য বয়ে আনবে তার নিশ্চয়তা নেই। "গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাক দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ সিস্টেম দাঁড় করিয়েছে। এর এক অংশ খুলে নিয়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে সেটা একইভাবে কার্যকরী হবে এটা ধারণা করাটা বোকামি হবে।" তদুপরি এরকম ক্ষেত্রে চলমান অপর দু'টি কর্মসূচির পরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও কাঙ্ক্ষিত কার্যকারিতার ওপর নতুন আবিষ্কৃত প্রকল্পের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তিনি প্রকল্পের রূপরেখা, বিদেশি উপদেষ্টা নিয়োগ, বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব, প্রোগ্রাম কমিটিতে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি রাখা ইত্যাদি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি মন্তব্য করেন "মৌলিক দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকল্প। -----অন্যান্য প্রকল্পের মতোই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার জন্যে অন্যদের দায়ী করেই প্রকল্প রচয়িতারা আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন।"

৬.০ UERC-এর ধারণাপত্র এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনার জন্যে জুলাই ৮, ১৯৮৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম. মাহবুবুজ্জামানের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত আলোচিত হয়। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কের কর্মকর্তা Om P. Nijhawan উক্ত বৈঠকে আলোচিত UERC-এর ধারণাপত্রটি প্রণয়ন করেছেন বলে জানানো হয়। বৈঠকে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস প্রকল্পের ধারণাপত্র সম্বন্ধে ওপরে বর্ণিত তাঁর নেতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, UERC একটি কার্যকরী মডেল নয়। এছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনও তাঁদের স্ব স্ব মতামতের ভিত্তিতে UERC প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে।

৭.০ এ বৈঠকে UERC-এর ধারণাপত্রের ওপর আরও গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করে একটি কার্যকর মডেল প্রস্তুতের জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. এ.এইচ.এম শাহদাতউল্লাহকে আহবায়ক করে ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব ড. এ.কে.এম. মশিউর রহমানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমিটি জুলাই ৩১, ১৯৮৪ এর মধ্যে কাজ শেষ করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

৮.০ উল্লিখিত কমিটি জুলাই ২৭, ১৯৮৪ তারিখে UERC-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে জুলাই ৩১, ১৯৮৪ তারিখে পুনরায় UERC-এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জুলাই ২৭, ১৯৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্বোল্লিখিত কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। কমিটির সভাপতি অন্যান্য মন্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত UERC কর্তৃক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হলে এটি 'atomistically' পরিচালিত হতে হবে। অগণিত গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে সরকারকে তত্ত্বগত অবস্থান থেকে সরে এসে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

৯.০ সভায় উপস্থিত অন্যান্যের মধ্যে বিআরডিবি-এর মহাপরিচালক ইরশাদুল হক গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে সরকারকে অতিরিক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বলে উল্লেখ করে UERC প্রকল্পটি সম্ভাব্য কি কি কারণে ব্যর্থ হবে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

১০.০ বৈঠকে UERC-এর ধারণাকে একটি বাস্তবধর্মী মডেলে রূপান্তর করার জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. এ.এইচ.এম. শাহদাতউল্লাহকে পুনরায় সভাপতি করে ৬-সদস্য বিশিষ্ট অপর একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং আগস্ট ১০, ১৯৮৪ তারিখের মধ্যে কমিটি কাজ শেষ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১.০ উপরোক্ত কমিটির পরামর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বেই দৃশ্যত বিশ্বব্যাংকের তাগিদে UERC Concept-এর ফলোআপ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ-এর নেতৃত্বে "Rural Self-Employment Programme" নামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর জন্যে একটি Nucleus Project Office স্থাপন করারও সিদ্ধান্ত হয়। ইআরডি (Economic Relations Division-ERD)-কে লিখিত এক পত্রে অক্টোবর ২২, ১৯৮৪ তারিখে মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ জানান যে, বিশ্বব্যাংক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে। ইআরডি-এর নিকট এই প্রকল্পের Technical Assistance Project Proposal (TAPP)-এর অনুমোদন চাওয়া হয়। ইআরডি, প্রস্তাবিত TAPP অনুমোদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এটি অনুমোদিত হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৫ সাল

১২.০ বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৮৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে লিখিত পত্রে জানায় যে, "Rural Self-Employment Project" প্রণয়ন/প্রাক-মূল্যায়নের কাজ করার লক্ষ্যে Om P. Nijhawan-এর নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রাক-মূল্যায়ন মিশন ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৮৫ তারিখ হতে তিন সপ্তাহের জন্যে ঢাকায় আসবে। এ মিশনের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করার সুযোগ দানের জন্যে অনুরোধ করা হয়।

১৩.০ বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের প্রধান জুন ৩০, ১৯৮৫ তারিখে ইআরডি এবং মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহকে জানান যে, Nucleus Office স্থাপনের জন্যে Technical Assistance (TA) IV-এর আওতায় sub-project 22-এর অধীনে ১৪,৮৩৬ মার্কিন ডলার মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৪.০ জুলাই ৮, ১৯৮৫ তারিখে A. J. Clift, Chief, Bangladesh Division, South Asia Programs Department, World Bank, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম, মাহবুবুজ্জামানকে লিখিত পত্রে জানান যে, ইতোমধ্যে আইডিএ (International Development Association- IDA) প্রস্তাবিত "Rural Non-Farm Employment and Training Project" ফরিদপুর জেলার ৮টি উপজেলা এবং ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপজেলায় তিন ধাপে (Phases I, II, III) বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Phase-I এ চারটি উপজেলায় এবং Phase-II ও Phase-III-তে ৫টি করে উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উল্লিখিত পত্রে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ সময়ে প্রকল্প মূল্যায়ন মিশন পাঠানোর কথা উল্লেখ করা হয় এবং এর জন্যে Central Project Management Unit (CPMU) স্থাপন ও প্রাক-প্রকল্প কর্মকাণ্ড (Phase-I)-এর জন্যে খরচ (৩০০,০০০ ডলার) ইউএনডিপি প্রদান করবে বলেও উল্লেখ করা হয়। উক্ত পত্রে আইডিএ-কে এ প্রকল্পের Executing Agency হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পত্রে একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাকে জুলাই ১৯৮৫-এর শেষে প্রাক-প্রকল্প কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করার জন্যে ওয়াশিংটন ডিসি-তে গমনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। যেহেতু মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ বক্ষ্যমান বিষয়ে পূর্ব থেকেই সম্পৃক্ত সেজন্যে বিশ্বব্যাংক মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহকে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেরণ করার সুপারিশ করে।

১৫.০ একই তারিখে (জুলাই ৮, ১৯৮৫) বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পের Phase-I এর খরচ বাবদ ৩০০,০০০ ডলার অনুমোদনের জন্যে অনুরোধ করে ইউএনডিপি-এর Resident Representative-কে পত্র দেয়। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৮৫ তারিখে প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যায়নের জন্যে বিশ্বব্যাংকের মিশন অক্টোবর ৬, থেকে অক্টোবর ২৪, ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করবে বলে ইআরডি-কে অবহিত করে।

১৬.০ বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৮৫ তারিখের পত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পের Preliminary Project Proposal (PPP) দ্রুত পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করে, যাতে করে বিশ্বব্যাংক মিশন ঢাকায় এসে প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে পারে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ ওয়াশিংটন ডিসিতে গমন করেন।

১৭.০ বিশ্বব্যাংক সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৮৫ তারিখের পত্রে সরকারকে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার আইনগত কাঠামো নির্ধারণ করার জন্যে অনুরোধ করে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে কাজ করবে বলেও মত প্রকাশ করা হয়।

১৮.০ প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার আইনগত কাঠামো নির্ধারণের জন্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আনিসুজ্জামান খান-এর সভাপতিত্বে অক্টোবর ৮, ১৯৮৫ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, "Foundation for Rural Employment" শীর্ষক একটি ফাউন্ডেশন স্থাপন করা হবে, যা Societies Registration Act, ১৮৬০ এর আওতায় নিবন্ধন করা হবে। প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পর্ষদে সরকারের মাত্র একজন প্রতিনিধি থাকবে। অন্যান্য

সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে গভর্নিং বডিতে থাকবেন। এতে পদাধিকার বলে কোন সরকারি কর্মকর্তা থাকবে না। UERC গুলো প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৯.০ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক এস.এইচ.কে. ইউসুফজাই-এর সভাপতিত্বে অক্টোবর ২২, ১৯৮৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের Project Evaluation Committee (PEC)-এর বৈঠকে প্রস্তাবিত Rural Non-Farm Employment and Training Project-এর PP নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কাঠামোকে কিভাবে সরকারের আমলাতন্ত্রের বাইরে রাখা হবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। কারণ, প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনে সরকারকে অর্থবছরের প্রথমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে "one-time annual grant" প্রদান করতে হবে, অন্যদিকে ফাউন্ডেশন হবে একটি বেসরকারি সংস্থা। যেহেতু সরকার অর্থ প্রদান করবে সে কারণে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকেই যাবে।

২০.০ বিশ্বব্যাংক মিশনের সাথে অক্টোবর ২৪, ১৯৮৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে wrap-up বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের Aide Memoire-এ কিছু কিছু পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়।

২১.০ ডিসেম্বর ১২, ১৯৮৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ এক পত্রে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত আহ্বান করেন। উক্ত পত্রে ৯-সদস্য বিশিষ্ট একটি সদস্য তালিকাও (members designate) প্রদান করা হয়। এতে উল্লেখ থাকে যে শুধুমাত্র মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব আনিসুজ্জামান খান ব্যতীত সকলেই ব্যক্তিগতভাবে ফাউন্ডেশনের সদস্য হবেন। আনিসুজ্জামান খান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৬ সাল

২২.০ মার্চ ১, ১৯৮৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের খসড়া স্মারক ও সংঘ বিধি (Memorandam and Articles of Association) সম্বন্ধে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে আইনগত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে একটি 'policy paper' প্রস্তুত করে পরবর্তী আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে উপস্থাপন করবেন, যা চূড়ান্ত হবার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপন করা হবে। যেহেতু সরকারি অর্থ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হবে, সে কারণে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২৩.০ বিশ্বব্যাংকের সদর দফতরে বাংলাদেশ ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান Frederic T. Temple নভেম্বর ১৩, ১৯৮৬ তারিখে ইআরডি সচিবকে প্রস্তাবিত Rural Non-Farm Employment and Training Project সম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে প্রকল্পের জন্যে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে আগত আইডিএ মিশনের Aide-Memoire এ উল্লিখিত পরামর্শসমূহ নিশ্চিত করে UERC স্থাপনের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়। বর্ণিত Aide-Memoire-এর ওপর সরকারের মতামত আহবান করার পাশাপাশি বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াসে বিশ্বব্যাংকের অধিকতর চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়। আইডিএ প্রস্তাবিত UERC প্রকল্পের জন্যে অর্থ প্রদানের পাশাপাশি গ্রামীণ

ব্যাংকের মাধ্যমে এর উপকারভোগীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্যেও অর্থ প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, যদি গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে অর্থের প্রয়োজন না হয় তবে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্ম-এলাকার বাইরে একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আইডিএ অর্থ প্রদান করতে সম্মত আছে বলে জানানো হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৭ সাল

২৪.০ ইআরডি ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯৮৭ তারিখে বিশ্বব্যাংকের উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন-এর মতামত আহ্বান করে। অর্থ মন্ত্রণালয় মার্চ ৮, ১৯৮৭ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংকের মতামত চায়। ইতোমধ্যে মার্চ ২, ১৯৮৭ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস থেকে ইআরডি সচিব বরাবর গ্রামীণ ব্যাংক-কে সহায়তা করার প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় পত্র দিয়ে এ বিষয়ে তাদের নভেম্বর ১৩, ১৯৮৬ তারিখের পত্রের জবাব প্রত্যাশা করা হয়। শেষোক্ত পত্রে বলা হয় যে, গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যে বিশ্বব্যাংক অত্যন্ত চমৎকৃত এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবহৃত হলে অর্থ ব্যবহারের গুণাগুণ রক্ষিত হবে বলে বিশ্বব্যাংক বিশ্বাস করে। ইআরডি-কে অনুরোধ জানানো হয় যেন বিশ্বব্যাংক, অন্যান্য সম্ভাব্য দাতাসংস্থা এবং গ্রামীণ ব্যাংকের উপস্থিতিতে একটি অনানুষ্ঠানিক সভা আহবান করে, যেখানে গ্রামীণ ব্যাংক তার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২৫.০ অনুচ্ছেদ ১৮ ও ১৯ এ উল্লিখিত প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আইডিএ Upazila Resources Development and Employment Project (URDEP) নামে আরেকটি প্রকল্পের ধারণা অবতারণা করে যেখানে NGO-দেরকে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিজস্ব উদ্যোগে URDEP নামেই আরেকটি প্রকল্প তখন যথারীতি প্রস্তুত করেছে। URDEP এর ওপর আইডিএ মিশন-এর সাথে পরিকল্পনা কমিশনে সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুব মন্ত্রণালয় এবং আইডিএ মিশন-এর সাথে ব্যাপক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

২৬.০ গ্রামীণ ব্যাংক মার্চ ৩০, ১৯৮৭ তারিখে অর্থ সচিব বরাবর লিখিত এক পত্রে জানায় যে, ১৯৯৫ সালের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ১৭০০টি শাখা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এর জন্যে অর্থ সংস্থান করা কোন সমস্যা হবে না। মার্চ ২৯, ১৯৮৭ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংক ইআরডি সচিব বরাবর লিখিত অন্য এক পত্রে উল্লেখ করে যে বিশ্বব্যাংকের মার্চ ২, ১৯৮৭ তারিখের পত্র তারা পেয়েছে এবং গ্রামীণ ব্যাংক সম্প্রসারণের ব্যাপারে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হলে তারা সরাসরি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করবে। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত বৈঠকেরও কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করে না।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৮ সাল

২৭.০ জানুয়ারি ২৩, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস-মার্শাল এ.কে. খন্দকারের সভাপতিত্বে UERC এবং URDEP সম্পর্কে গঠিত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, ইতঃপূর্বে আইডিএ UERC স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু TAPP এবং PP তৈরির পর ১৯৮৬ সালে আইডিএ-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হওয়াতে সরকারি অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্যে যুব মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়। যুব মন্ত্রণালয় URDEP নামে প্রকল্পটি দুইটি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে পুনরায় আইডিএ UREC/URDEP প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২৮.০ ইতোমধ্যে UERC প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে বিশ্বব্যাংক ফাউন্ডেশন গঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যে চাপ দিতে থাকে। বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্যে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি একটি কমিটি গঠন করে দেন। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে এ কমিটির সদস্য করা হয়।

২৯.০ (ক) কমিটির প্রথম বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন অগ্রহণযোগ্য বলে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মত প্রকাশ করেন এবং সরকারের নিজস্ব অর্থে ভিন্নধর্মী ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব দেন। কমিটি এ ফাউন্ডেশনের রূপরেখা রচনার জন্যে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে দায়িত্ব প্রদান করে।

(খ) প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন একটি ফাউন্ডেশনের রূপরেখা প্রস্তুত করে দেন এবং এর নাম দেন "ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন"।

(গ) ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৮৮ তারিখে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের রূপরেখা বিবেচনার জন্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত কমিটির সভা আহবান করা হয়। কমিটির সভাপতি পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং প্রথম পাঁচ বছর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদে এটা পরিচালনার জন্যে একমত পোষণ করা হয়।

৩০.০ (ক) "Poverty Alleviation and Rural Employment Project" এর ওপর আইডিএ-এর একটি প্রাক-মূল্যায়ন মিশন Om P. Nijhawan-এর নেতৃত্বে মার্চ ১৫ থেকে এপ্রিল ৫, ১৯৮৮ তারিখে বাংলাদেশ পরিদর্শন করে। মিশন এপ্রিল ২, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের নিকট Aide-Memoire জমা দেয়। Aide-Memoire-এ আইডিএ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক প্রস্তাবিত 'ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন'-এর ধারণা গ্রহণ করে। সরকার দ্রুত আনুষ্ঠানিকভাবে ফাউন্ডেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে আইডিএ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত মতামত সংকলিত করে আইডিএ ও সরকারের মধ্যে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়।

(খ) একই Aide-Memoire-এ আইডিএ UERC স্থাপনের কথা বলে এবং প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে UERC গুলোকে অর্থায়ন করা যাবে বলে মত প্রকাশ করে। সাথে সাথে BRAC Bank প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে এবং URDEP-এর সম্প্রসারণেরও সুপারিশ করে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থার ভূমিকার ব্যাপারে সরকারের নীতি ঘোষণার সুপারিশ করে।

৩১.০ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে আইডিএ-এর মিশন-এর সাথে এপ্রিল ৪, ১৯৮৮ তারিখে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project" এর Aide Memoire (এপ্রিল ২, ১৯৮৮)-এর ওপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, সরকার যথাসময়ে "ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন" এর বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। সরকার UERC স্থাপনের ব্যাপারে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়। BRAC প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন হতে অর্থ নিতে পারবে। সেজন্যে বর্তমান পর্যায়ে পৃথকভাবে BRAC Bank প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। আইডিএ সরকারের নিকট হতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক উত্তর চায়।

৩২.০ ইতোমধ্যে এপ্রিল ৭, ১৯৮৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় UERC এবং URDEP সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদিত হয় এবং এর ভিত্তিতে আইডিএ-এর সাথে আলোচনা করতে বলা হয়।

৩৩.০ ১৯৮০'র দশকের শেষে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে আইডিএ-এর সাহায্য পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের জন্যে বিশ্বব্যাংকের পরিচালক Shinji Asanuma, Asia Region Country Program Department-I-এর বাংলাদেশ সফর (মে ২৯-জুন ৬, ১৯৮৮) আয়োজন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস মে ২১, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে Asanuma-এর আলোচ্যসূচি প্রেরণ করে। আলোচ্যসূচিতে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্যে বিস্তারিত পদক্ষেপের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনের প্রস্তাবিত প্রকল্পে মোট ১০০ মিলিয়ন ডলার-এর সম্ভাব্য পরিমাণের কথাও উল্লেখ করা হয়।

৩৪.০ জুন ৪, ১৯৮৮ তারিখে Shinji Asanuma পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। সভায় দীর্ঘদিন থেকে প্রস্তাবিত (Employment Opportunities for the Rural Poor- A Feasibility Report, ১৯৮৫ থেকে প্রকল্পটির উৎপত্তি) "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। আলোচনাকালে Asanuma এপ্রিল ২, ১৯৮৮ তারিখের Aide Memoire-এর ওপর সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিক উত্তর প্রদানের অনুরোধ করেন। কাজী ফজলুর রহমান কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারের আনুষ্ঠানিক উত্তর প্রদানের আশ্বাস দেন।

৩৫.০ (ক) জুন ২৬, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকারের সভাপতিত্বে দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প সম্পর্কে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সভায় বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন স্থাপন সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে "এইরূপ নামকরণে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যপরিধি সীমিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইতে পারে।" বিকল্প হিসেবে "পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন বা অনুরূপ কোন নামকরণের কথা যথাসময়ে বিবেচনা করা যাইবে" বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

(খ) সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ-এর তত্ত্বাবধানে আইনগত, আর্থিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদিসহ গ্রামীণ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ফাউন্ডেশনের একটি রূপরেখা এক মাসের মধ্যে প্রস্তুত করা হবে। পরবর্তীকালে তা' পরিকল্পনা মন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় বিবেচিত হবে।

৩৬.০ জুলাই ১৩, ১৯৮৮ তারিখে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কাঠামোতে অনেকগুলো পরিবর্তন প্রস্তাব করে:

(ক) ফাউন্ডেশন 'লাভের জন্যে নয়' প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজ উন্নয়ন বিভাগে রেজিস্ট্রিকৃত হবার সাথে সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন পাবার জন্যে ইআরডি-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে;

(খ) ফাউন্ডেশনকে একটি Public Limited Company হিসেবে গঠন করে এর ন্যূনতম Capitalization নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত থাকবে: GOB শতকরা ২০ ভাগ, NGO শতকরা ৩০ ভাগ, দাতা সংস্থাসমূহ শতকরা ৫০ ভাগ; এবং

(গ) ফাউন্ডেশনের বোর্ডে প্রত্যেক দাতা সংস্থার প্রতিনিধি থাকবে।

৩৭.০ বিশ্বব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রথম পাঁচ বছরের কার্যকালে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলন করে। তন্মধ্যে ৩০ মিলিয়ন ডলারই BRAC Bank-কে অর্থায়ন করার জন্যে হিসেব করা হয়। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে সরকার BRAC Bank প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই বলে আইডিএ-কে জানিয়ে দিয়েছিল।

৩৮.০ ইআরডি জুলাই ১৭, ১৯৮৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ মিশনকে জানায় যে, আইডিএ মিশনের সাথে এপ্রিল ৪, ১৯৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত মতামতই Aide Memoire-এর ওপর সরকারের আনুষ্ঠানিক মতামত হিসাবে গৃহীত হবে। কার্যবিবরণীর কোন বিষয়ে প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক অধিকতর ব্যাখ্যা চাইতে পারে।

৩৯.০ সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকারের সভাপতিত্বে "পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন" স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ফাউন্ডেশনের কাঠামোতে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবসমূহের (অনুচ্ছেদ-৩৬) বিরোধিতা করে বলেন যে, যেহেতু ফাউন্ডেশন সরকারের নিজস্ব সম্পদে স্থাপিত ও পরিচালিত হবে সেক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের বোর্ডে দাতাসংস্থার প্রতিনিধি থাকার কোন প্রয়োজন নাই। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ফাউন্ডেশনের বোর্ডে কোন দাতাসংস্থা/দেশ হতে প্রতিনিধি থাকবে না। ফাউন্ডেশনের জন্যে একটি ভালো নাম আহবান করা হয়।

৪০.০ বিশ্বব্যাংকের পরিচালক Shinji Asanuma অক্টোবর ৭, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকারকে লিখিত পত্রে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর আওতায় ৮০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শর্ত হিসেবে উক্ত প্রকল্পের নিম্নোক্ত চারটি অংশকেই গ্রহণ করতে বলেন: (ক) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা এবং BRAC Bank-কে অর্থায়ন করা, (খ) NGO নীতি ঘোষণা করা, (গ) Cooperative System ও BRDB-কে শক্তিশালী করা এবং (ঘ) Employment Monitoring Unit (EMU) চালু করা। ইতঃপূর্বে সরকার BRAC Bank প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই বলে জানায় এবং Cooperative System/BRDB reform এবং EMU চালু করার বিষয়টি প্রস্তাবিত প্রকল্প হতে "delink" করতে বলে। উপরোক্ত বিষয়ে আইডিএ এবং সরকারের মধ্যে সমঝোতা হলে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ মাসে প্রকল্প মূল্যায়ন মিশন বাংলাদেশ সফর করবে বলে জানানো হয়।

৪১.০ নভেম্বর ১৬, ১৯৮৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব কাজী শামসুল আলমকে লিখিত পত্রে জানান যে, পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকার Shinji Asanuma-র বাংলাদেশ সফরের সময় অনুচ্ছেদ ৪০-এ উল্লিখিত প্রকল্পের চারটি অংশই গ্রহণ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে জানুয়ারি ১৯৮৯ সময়ে প্রাক-মূল্যায়ন মিশন বাংলাদেশ সফর করবে বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের উপরোক্ত চারটি অংশের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক জুলাই ১৪, ১৯৮৮ তারিখে ইআরডি-কে এক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেছিল।

৪২.০ ডিসেম্বর ৩, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শেখ মকসুদ আলী ইআরডি-এর নভেম্বর ১৭, ১৯৮৮ তারিখে লিখিত পত্রের জবাবে আনুষ্ঠানিক এক পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন যুক্তি সহকারে ফাউন্ডেশন গঠন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

৪৩.০ Shinji Asanuma ডিসেম্বর ৯, ১৯৮৮ তারিখে লিখিত এক পত্রে ইআরডি-এর সচিব ইনাম আহমেদ চৌধুরীকে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর চারটি অংশ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বব্যাংককে জানানোর জন্যে অনুরোধ করেন। পত্রে দাবী করা হয় যে, পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং ইআরডি সচিব Asanuma-এর বাংলাদেশ সফরের সময় চারটি অংশ নিয়েই প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণে রাজী হন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৯ সাল

৪৪.০ জানুয়ারি ১১, ১৯৮৯ তারিখে ইআরডি প্রকল্পের চারি অংশের ব্যাপারে ব্যাখ্যাসহ বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় অফিসকে আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠায়। পত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে BRAC Bank প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে BRACI যোগ্যতার ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন হতে ঋণ নিতে পারবে বলে জানানো হয়।

৪৫.০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সময়ে আইডিএ-এর একটি প্রাক-মূল্যায়ন মিশন ঢাকা সফর করে। মিশন-এর Aide Memoire-এ প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের দুই ধরনের তহবিল থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়: (ক) ঋণ তহবিল এবং (খ) সামাজিক উন্নয়ন তহবিল। প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনটি পরিপূর্ণভাবে মূল্যায়নের পূর্বে নিম্নলিখিত চারটি বিষয় সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়: (১) ফাউন্ডেশন আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, (২) ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা ও তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করা, (৩) সরকার কর্তৃক ফাউন্ডেশনকে ৫ কোটি টাকা প্রদান করা, এবং (৪) ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে উপযুক্ত জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা। Aide Memoire-এ আরও উল্লেখ করা হয় যে, ফাউন্ডেশনের জন্যে আইডিএ-এর অর্থবছর ১৯৯০-এ অর্থবরাদ্দ রাখা সম্ভব হবে না।

৪৬.০ ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৮৯ তারিখে আইডিএ মিশন-এর সাথে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকার ফাউন্ডেশন গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে এবং আইডিএ মিশন প্রস্তাবিত প্রকল্প যাতে আইডিএ-এর বোর্ডে তাদের অর্থ-বৎসর ১৯৯০-তেই উপস্থাপিত হয় সে চেষ্টা করবে।

৪৭.০ অন্যদিকে জানুয়ারি ১৭, ১৯৮৯ তারিখেই ফাউন্ডেশন গঠনের বিষয়টি নীতিগত অনুমোদনের জন্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে রাষ্ট্রপতির নিকট সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। ফাউন্ডেশনের নাম প্রস্তাব করা হয় "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন"। সার-সংক্ষেপে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনকে ১০ কোটি টাকা প্রদান করার এবং ফাউন্ডেশন কার্যক্রম আরম্ভ করার প্রথম দুই বছর কোন ঋণ গ্রহণ করবে না বলে সুপারিশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি মার্চ ৭, ১৯৮৯ তারিখে ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দান করেন এবং প্রস্তাবটির বিশদ বিবরণসহ মন্ত্রিপরিষদের সভায় পেশ করার নির্দেশ দেন।

৪৮.০ বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সফর করবেন এবং এ উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হবে বলে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমান তার নিজস্ব বিভাগকে এক লিখিত নোটে পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্যে সার-সংক্ষেপ তৈরি করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

৪৯.০ মার্চ ২১, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher, Chief, Population and Human Resource Devision, Asia Region, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে লিখিত পত্রে আইডিএ-এর ফেব্রুয়ারি ৯-২৭, ১৯৮৯ তারিখের প্রাক মূল্যায়ন মিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত Aide Memoire এর অবস্থানকে সমর্থন করেন। অনুচ্ছেদ-৪০ এ উল্লিখিত চারটি শর্ত পূরণ করা হলে আইডিএ প্রকল্প মূল্যায়ন মিশন প্রেরণ করবে বলে জানানো হয়।

৫০.০ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এপ্রিল ১২, ১৯৮৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির নিকট "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি সংশোধিত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করে। রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত পূর্বের সার-সংক্ষেপে (অনুচ্ছেদ-৪৭) ফাউন্ডেশন তার কার্যক্রমের প্রথম দু'বছর বাইরের কোন সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করবে না বলে প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সংশোধিত প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয় যে, ফাউন্ডেশন কার্যক্রম শুরুর প্রথম থেকেই সীমিত আকারে আইডিএ বা অন্য কোন বহিঃসংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। আরও উল্লেখ করা হয় যে, আইডিএ ও অন্যান্য সংস্থা ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ যোগানের প্রস্তাব করেছে। এই অর্থ পেতে হলে দ্রুত ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এর জন্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যূনপক্ষে যুগ্ম-সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন একটি (Officer-on-Special-Duty- OSD) পদ সৃষ্টি করতে হবে। এ পদে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা পরে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

৫১.০ রাষ্ট্রপতির পূর্বের নির্দেশ মোতাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" স্থাপনের জন্যে এপ্রিল ১২, ১৯৮৯ তারিখে প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপটি আলোচনার নিমিত্ত ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে প্রেরণ করে।

৫২.০ মে ১০, ১৯৮৯ তারিখের এক পত্রে বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে জানান যে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর জন্যে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব আইডিএ-এর অর্থ বৎসর ১৯৯০-এর বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হলে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ এর মধ্যে এ প্রকল্পের মূল্যায়ন শেষ করতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারও চায় প্রকল্পটি আইডিএ-এর অর্থবৎসর ১৯৯০-এ বোর্ড সভায় উপস্থাপিত হোক, সে জন্যে মূল্যায়ন মিশন প্রেরণের পূর্বশর্ত হিসাবে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে: (ক) আইনগতভাবে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, (খ) প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা, (গ) গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দান, এবং (ঘ) সরকার কর্তৃক ফাউন্ডেশনকে ৫ কোটি টাকা প্রদান করা।

৫৩.০ ইআরডি উপরোক্ত শর্তগুলি (অনুচ্ছেদ-৫২) পূরণের সর্বশেষ অগ্রগতির ব্যাপারে মে ২৪, ১৯৮৯ তারিখের পত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নিকট অগ্রগতি জানতে চায়। মে ২৮, ১৯৮৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ইআরডি-কে জানায় যে, "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনাধীন রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইআরডি-কে যথাসময়ে জানানো হবে।

৫৪.০ ইতোমধ্যে আইডিএ প্রস্তাবিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, গ্রামীণ ব্যাংক-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি প্রকল্প স্থাপন, ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, আইডিএ ও সরকারের আলোচনা, প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক বিচিত্রা মে ১৯, ১৯৮৯ তারিখে "গ্রামীণ ব্যাংক বনাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক" শীর্ষক এক প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করে।

৫৫.০ মে ২৫, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংক ঢাকায় অবস্থিত World Food Programme বরাবর এক পত্রে World Food Program কর্তৃক পরিচালিত VGD Programme-এর উপকারভোগীদের প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্যে একটি সমীক্ষা করার কথা বলে, যার জন্যে আইডিএ WFP-কে তিন হাজার মার্কিন ডলার প্রদানেরও প্রস্তাব দেয়। পত্রে উল্লেখ রয়েছে, যে-সকল বেসরকারি সংস্থা VGD-এর উপকারভোগীদের সংগঠিত করবে তারা ফাউন্ডেশন হতে ঋণ পাবে এবং ফাউন্ডেশনের সামাজিক উন্নয়ন তহবিল (Social Development Fund) থেকে অনুদান পাবে।

৫৬.০ জুন ১, ১৯৮৯ তারিখে ঢাকাস্থ ডেনিস দূতাবাসের কাউন্সেলর "Like Minded Group" (CIDA, NORAD, SIDA, DANIDA এবং HOLLAND) এর পক্ষ থেকে পরিকল্পনা কমিশনকে জানায় যে, পরবর্তী Paris "Aid Consortium Meeting"-এ "Poverty Alleviation Policies in Bangladesh" নামে একটি Position Paper উপস্থাপন করা হবে। সংস্থাটি মনে করে যে, নিকট অতীতে সরকারের সহযোগিতায় তারা সমাজের হতদরিদ্রদের জন্যে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা সম্পাদন করেছে এবং বাংলাদেশে তাদের সকল সহযোগিতা হতদরিদ্রদের জন্যেই পরিচালিত হচ্ছে।

৫৭.০ রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের জুন ১১, ১৯৮৯ তারিখের বৈঠকে প্রস্তাবিত "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" গঠনের প্রস্তাবটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের জন্যে উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম.এ. মতিনের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

৫৮.০ জুলাই ১২, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের এশীয় অঞ্চলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট Attila Karaosmanoglu রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদকে পত্র লেখেন। পত্রে ফাউন্ডেশন স্থাপনের বিষয়ে ধীরগতির জন্যে অভিযোগ করা হয় এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল্যায়ন সেপ্টেম্বর ১৯৮৯-এর মধ্যে সম্পন্ন না করা গেলে আইডিএ ঋণ কর্মসূচি (Lending Programme) হতে এ প্রকল্প বাদ দিতে হবে বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়। ফাউন্ডেশন দ্রুত স্থাপিত না হলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দাতাদেশ/সংস্থার উপরও পড়বে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার যদি আইডিএ-এর অর্থ দ্রুত ব্যবহার করতে না পারে তাহলে Paris Aid Group Meeting-এ আইডিএ-এর প্রতিশ্রুত অর্থও হ্রাস করা হবে।

৫৯.০ পরিকল্পনা বিভাগ জুলাই ২০, ১৯৮৯ তারিখে "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" গঠনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে অবহিত করে।

৬০.০ ইতোমধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকার ওয়াশিংটন ডিসিতে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগদান করেন। তিনি ফাউন্ডেশন গঠনের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ে সরকারের উদ্বেগের কথা উত্থাপন করেন: (ক) ফাউন্ডেশন গঠন করা হলে দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত দাতাদেশসমূহের সকল সম্পদ ফাউন্ডেশনকে দেয়া হতে পারে, যার ফলে সরকারের অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে অর্থের অভাব হতে পারে; এবং (খ) ফাউন্ডেশনকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া হলে রাষ্ট্রের নীতি বিরোধী কাজে এ অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের এ দু'টি উদ্বেগের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক-এর পরিচালক

Shinji Asanuma অক্টোবর ১৩, ১৯৮৯ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রীকে ব্যাখ্যা প্রদান করে পত্র লেখেন, যার ফ্যাক্স অনুলিপি অক্টোবর ১৯, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় অফিস মন্ত্রীকে প্রেরণ করে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, ফাউন্ডেশনকে প্রদত্ত অর্থ হবে অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় আইডিএ অর্থের অতিরিক্ত। এর ফলে অন্যান্য সরকারি উদ্যোগে অর্থ যোগানের সংকট হবে না। তাছাড়া সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক ফাউন্ডেশন হতে অর্থ গ্রহণেরও কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। সরকারের দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয়ে আইডিএ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, যেহেতু ফাউন্ডেশনের প্রধান হবেন একজন সরকারি কর্মকর্তা সেহেতু রাষ্ট্রনীতি বিরোধী কাজে ফাউন্ডেশনের অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, ফাউন্ডেশন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বেসরকারি সংস্থাদের ঋণ দেবে এবং ফাউন্ডেশনের লেনদেন নিয়মিত নিরীক্ষা করা হবে।

৬১.০ আইডিএ-এর সাথে উপরোক্ত মতবিনিময়ের পর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সার-সংক্ষেপ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নিকট নভেম্বর ১১, ১৯৮৯ তারিখে উত্থাপন করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদে ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন (চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ) সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে এবং সাধারণ পরিষদের ২৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে বলে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়। সার-সংক্ষেপের শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী অতি সংক্ষেপে তাঁর নিজস্ব মতামতও লিপিবদ্ধ করেন এবং বলেন, "এই প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সরকার মনোনীত সদস্য সংখ্যার একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকায় ফাউন্ডেশন সরকারি ধ্যান ধারণার আওতায় তাহাদের কার্যক্রম চালাইবে।" সার-সংক্ষেপে ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে বরাদ্দকৃত ৪০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন হিসেবে প্রদানেরও সুপারিশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি নভেম্বর ১৩, ১৯৮৯ তারিখে ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

৬২.০ (ক) পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক নভেম্বর ১২, ১৯৮৯ তারিখে রাষ্ট্রপতি বরাবর আরেকটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, "প্রস্তাবিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের সহিত একটি সন্তোষজনক সমঝোতা হইয়াছে বিধায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠানটি গঠনের বিষয় সদয় সম্মতি দিয়াছেন"। সার-সংক্ষেপে আরও উল্লেখ করা হয়, "এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির আশু কার্যোদ্যম গ্রহণ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তুতিমূলক কাজ অবিলম্বে হাতে নিতে হইবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সামাধা করিতে হইবে, সেইগুলি নিম্নরূপ ... ..."। প্রস্তুতিমূলক কাজের চারটি তালিকা দেয়া হয়: (১) রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের আইনগত কাঠামো প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে আলোচনাক্রমে সেটি চূড়ান্তকরণ; (২) আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা; (৩) প্রতিষ্ঠানটির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে রূপরেখা প্রণয়ন করা; এবং (৪) প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে অনুমোদন গ্রহণ করা।

(খ) "উপরোক্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধীকরণের পর পরই ইহার পক্ষে সক্রিয় হওয়া সম্ভব হইবে" উল্লেখ করে সার-সংক্ষেপে পরবর্তী উদ্বেগের কথা স্মরণ করে বলা হয় যে, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন মিশন প্রেরণের জন্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলো অন্যতম পূর্বশর্ত।

(গ) সার-সংক্ষেপে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ফাউন্ডেশনের উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে "ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী পরিচালক (Executive Director) এর পদে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তার যথাসত্বর নিয়োগ প্রয়োজন। এই নতুন ধরনের সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানের এই দায়িত্ব পালনের জন্যে পরিশ্রমী, উদ্যোগী এবং বিশেষ করিয়া পল্লী উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা প্রয়োজন"।

(ঘ) সার-সংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব বদিউর রহমান অথবা ঢাকা বিভাগের কমিশনার ওয়ালিউল ইসলামকে ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রপতি বদিউর রহমানকে ফাউন্ডেশন আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্যে OSD হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নভেম্বর ১৫, ১৯৮৯ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় যুগ্ম-সচিব বদিউর রহমানকে OSD হিসেবে নিয়োগের আদেশ প্রদান করে এবং 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন'-এর প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে তাঁকে পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত করে।

৬৩.০ ডিসেম্বর ২২, ১৯৮৯ তারিখে ইআরডি সচিব বরাবর প্রেরিত এক পত্রে বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher ফাউন্ডেশনকে ঋণ প্রদানের জন্যে মূল্যায়ন মিশন পাঠানোর প্রস্তাব দেন এবং উক্ত মিশন জানুয়ারি ২২, ১৯৯০ তারিখ হতে বাংলাদেশ সফর করবে বলে জানান। অধিকন্তু, ইত্যবসরে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার 'চার্টার' বিশ্বব্যাংকে পাঠাবার অনুরোধ জানানো হয় এবং ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রক্রিয়া এবং আইনগতভাবে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাব্য তারিখও জানাবার কথা উল্লেখ করা হয়।

৬৪.০ ডিসেম্বর ২৪, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা মিশন প্রধান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে প্রস্তাব দেন যে, প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কাঠামো, জনবল, জনবল নিয়োগের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ে বদিউর রহমানকে নির্দেশনা প্রদানের জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হোক। কমিটির সদস্য পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, আইডিএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধ্য হতে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৯০ সাল

৬৫.০ বদিউর রহমান অনুচ্ছেদ-৬৪ এ বর্ণিত কমিটি সম্পর্কে জানুয়ারি ১৪, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি-এর সচিব বরাবর এক অনানুষ্ঠানিক টোকায় তাঁর মতামতে বলেন যে, এ ধরনের কমিটির প্রয়োজন নাই এবং কাম্যও নয়। এমনকি জানুয়ারি মাসে প্রস্তাবিত আইডিএ মিশন আগমনের প্রয়োজন নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু যেহেতু ইআরডি দু'বার মিশনকে আসার জন্যে লিখেছে, সেজন্যে সীমিত আকারে আইডিএ-এর সহায়তা গ্রহণের জন্যে মিশনকে আহবান জানানো যেতে পারে। ভবিষ্যতে কোন মিশনকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে ফাউন্ডেশনের মতামতের ভিত্তিতে কার্যপরিধি (Terms of Reference-TOR) প্রণয়ন করে দাওয়াত দেয়ার জন্যে তিনি মত প্রদান করেন।

৬৬.০ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি ২২, ১৯৯০ তারিখ হতে মূল্যায়ন মিশন আসার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বদিউর রহমান আইডিএ মিশন যেন ফেব্রুয়ারি ১৯৯০-এর শেষ দিকে সফর করে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ইআরডি-কে অনুরোধ জানান। তাছাড়া আইডিএ মিশনের জন্যে একটি কার্যপরিধি প্রণয়ন করতেও তিনি অনুরোধ জানান। বিশ্বব্যাংক জানুয়ারি ১০, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত মূল্যায়ন মিশন-এ অন্তর্ভুক্ত প্রতিনিধিদের তালিকা এবং প্রত্যেক প্রতিনিধির কার্যপরিধি প্রেরণ করে।

৬৭.০ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত চার জন সদস্যের মনোনয়ন প্রসঙ্গে জানুয়ারি ১৫, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক স্বয়ং স্বাক্ষরিত এক সার-সংক্ষেপ রাষ্ট্রপতি বরাবর উপস্থাপন করা হয়। সার-সংক্ষেপের প্রস্তাব মোতাবেক একই তারিখে রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এম, সাইদুজ্জামানকে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের মহাপরিচালক আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে ফাউন্ডেশনের সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতঃপূর্বে ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের জন্যে ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং উক্ত পর্ষদে নির্বাহী পরিচালক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)সহ সরকার কর্তৃক চার জন সদস্য মনোনয়নের বিধানও অনুমোদিত হয়।

৬৮.০ ইতোমধ্যে আইডিএ মিশন ঢাকায় আসে। আইডিএ মিশন বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ অফিসে জানুয়ারি ২৫, ১৯৯০ তারিখে ফাউন্ডেশন সম্পর্কে একটি briefing meeting-এর আয়োজন করে। উক্ত সভায় বিভিন্ন দেশি-বিদেশি NGO-দের ৪৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করে।

৬৯.০ আইডিএ মিশন জানুয়ারি ৩০, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের কাঠামো, দায়িত্ব, জনবল নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ইআরডি-এর সাথে আলোচনা করার প্রস্তাব করে। আইডিএ মিশনের প্রধান ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি-কে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, যেমন, আইডিএ ঋণের শর্ত, সহযোগী সংস্থা (Partner Organization) নির্বাচনের পদ্ধতি ও মাপকাঠি (criteria), ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ-এর কাঠামো ও দায়িত্ব, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত/পরামর্শ/প্রস্তাব দেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আইডিএ-এর ঋণ শতকরা ৩ ভাগ সুদে ফাউন্ডেশনকে প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়।

৭০.০ আইডিএ মিশনের উপরোক্ত বিভিন্ন প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্যে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সরকার মনোনীত চার জন সদস্য ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৯০ তারিখে বৈঠক করেন। নথি থেকে দেখা যায় যে, বৈঠকের কার্যবিবরণী এম. সাইদুজ্জামান স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন এবং সেটি টাইপ করা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, (ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি প্রস্তুত করা হবে, (খ) ফাউন্ডেশন ধীরে ধীরে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কার্যক্রম গ্রহণ করবে, (গ) আইডিএ মিশন-এর সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম গ্রহণের সময় বিবেচনা করা হবে, তবে বর্তমান ফাউন্ডেশনের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ব্যাহত হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না, (ঘ) মিশন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা সংক্রান্ত যে-সকল খুঁটিনাটি সুপারিশ করেছে সে সম্পর্কে এখনও কোন অর্থবহ মন্তব্য করার অবকাশ নাই, এবং (ঙ) সরকার প্রাথমিকভাবে যে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে তার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৭১.০ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক তার কর্ম-পরিচালনা এবং আইডিএ-এর মিশন কর্তৃক বিভিন্ন উল্লিখিত বিষয়ে ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৯০ তারিখের বৈঠকে এম. সাইদুজ্জামান যেসকল মতামত প্রদান করেন সেগুলো বদিউর রহমান কর্তৃক একই তারিখে স্বাক্ষরিত একটি অনানুষ্ঠানিক টোকার মাধ্যমে ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিবকে জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংবলিত এই অনানুষ্ঠানিক টোকায় সরকার কর্তৃক

মনোনীত চারজন সদস্যের মধ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বন্ধনীর ভেতর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। টোকায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয় যে, ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম শুরুতে সরকারের সম্পদেই চলা উচিত। এভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন ও নিয়ম-কানুন তৈরির পরই শুধু আইডিএ বা অন্যকোন দাতাসংস্থার সাথে অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন অর্থবহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। অন্যথায় আইডিএ-এর তৈরি নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতেই ফাউন্ডেশনকে চলতে হবে; কারণ আইডিএ এ-প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করেছে, অথচ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যোগদান করেছেন। এ পরিস্থিতিতে সরকার ফাউন্ডেশনকে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে তা জানা অত্যন্ত জরুরি এবং সরকারকেও আইডিএ-এর সাথে এপ্রিল ১৯৯০-এর মধ্যে ঋণচুক্তি আলোচনা (Credit Negotiation) শেষ করা কতটা জরুরি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আইডিএ-এর সাথে আলোচনা বিলম্বিত হলে আর কোন দাতাসংস্থা থেকে অনুদান পাওয়া যাবে কিনা তা-ও দেখা দরকার।

৭২.০ ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ মিশন প্রধান মিশনের Staff Appraisal Report (SAR) ইআরডি-কে প্রেরণ করে সরকারের মতামত জানতে চায়। তাছাড়া মার্চ ১০, ১৯৯০ তারিখের মধ্যে ফাউন্ডেশন-এর নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্পটি আইডিএ-এর অর্থবৎসর ১৯৯০-এর ঋণ কর্মসূচির মধ্যে গ্রহণ করতে হলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা এপ্রিল ১৯৯০-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

৭৩.০ বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher ইআরডি সচিবকে লিখিত মার্চ ২, ১৯৯০ তারিখের পত্রে পুনরায় সরকারকে জানান যে, আইডিএ-এর জুন ১৯, ১৯৯০-এর বোর্ড সভায় ফাউন্ডেশনের জন্যে ঋণ প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে মার্চ ১০, ১৯৯০ তারিখের মধ্যে ফাউন্ডেশন-এর খসড়া স্মারক ও সংঘ বিধি এবং SAR-এর ওপর সরকারের মতামত পাঠাতে হবে, মার্চ ১৯৯০ এর মধ্যেই ফাউন্ডেশনকে নিবন্ধন করতে হবে এবং এপ্রিল ১৯৯০ এর মধ্যে ঋণচুক্তি আলোচনা শুরু করতে হবে।

৭৪.০ মার্চ ১৬, ১৯৯০ তারিখে রাষ্ট্রপতি বরাবর পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের অপর তিনজন বেসরকারি সদস্যের মনোনয়নের বিষয়ে পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রপতি তিনজন সদস্যের মনোনয়ন অনুমোদন করেন এবং তাঁরা হলেন, বেগম তাহরুন্নেসা আব্দুল্লাহ, এ.এ. কোরেশী এবং প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

৭৫.০ বিশ্বব্যাংক মার্চ ২৮, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি সচিবকে লিখিত পত্রে মন্তব্য করে যে, প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের খসড়া স্মারক ও সংঘ বিধিটি তাঁরা পেয়েছে এবং তাদের মতে এটি একটি অত্যন্ত সুলিখিত (extremaly well written) দলিল যেটিতে ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্বন্ধে তাদের সাথে যে-সমঝোতা হয়েছে তা' সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাংক উল্লেখ করে যে, খসড়াটির কেবল একটি বিষয়ে তাদের মতামত রয়েছে। ফাউন্ডেশন যেহেতু স্বাধীনভাবে কাজ করবে সেজন্যে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সরকারি চাকুরে হতে হবে ও প্রেষণে নিয়োজিত থাকবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকার প্রয়োজন নেই। স্মারক ও সংঘ বিধিতে ফাউন্ডেশনের পরবর্তী ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগের ধারা সংযোজন করতে বলা হয়।

৭৬.০ মার্চ ৩১, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনের ২৬ ধারা অনুসারে "গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত ও লাভের জন্যে নয়" সংঘ রূপে নিবন্ধনের নিমিত্তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণের জন্যে আবেদন করে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমান কর্তৃক বাণিজ্য সচিব বরাবর লিখিত উপরোক্ত পত্রে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত করার জন্যে তাঁর সভাপতিত্বে এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়।

৭৭.০ এপ্রিল ৯ এবং এপ্রিল ২১, ১৯৯০ তারিখ এই দুইদিন এডাব (ADAB) মিলনায়তনে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নিয়ে এনজিওদের সাথে মতবিনিময় হয়। সভায় এনজিওদের ৫৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভাসমূহে বদিউর রহমান এবং প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। এ বিষয়ে বিগত কয়েক বছর যাবৎ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের উত্তম উপায় নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন যে, বিশ্বব্যাংকের ৭০ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করে তাদের নিয়ন্ত্রণে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করার চাপ এখনও অব্যাহত আছে। বদিউর রহমান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য সমর্থন করে সভাকে আশ্বস্ত করেন যে, ফাউন্ডেশনের নীতিমালা ও কার্যপরিধি বিদেশী কোন দাতার ইচ্ছানুযায়ী নয়, বরং সরকারের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্বন্ধে উভয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৭৮.০ এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি বদিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (designate)-এর নিকট আইডিএ ঋণচুক্তির শর্তাবলীর ওপর মতামত, ঋণচুক্তি আলোচনার জন্যে ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধির নাম, আইডিএ-এর মূল্যায়ন মিশনের রিপোর্ট এবং আইডিএ-এর মার্চ ২৮, ১৯৯০ তারিখের পত্রের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের মতামত জানতে চায়।

৭৯.০ নথি থেকে দেখা যায় যে, অনুচ্ছেদ-৭৬ এ উল্লিখিত এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখের পরিবর্তে এপ্রিল ১২, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি চূড়ান্ত করার জন্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কিছু সংশোধনীসহ স্মারক ও সংঘ বিধি চূড়ান্ত করা হয় এবং ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনের ২৬নং ধারার অধীনে ফাউন্ডেশনকে "Company Limited by Guarantee and Association not for profit" হিসাবে নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত হয়।

৮০.০ এপ্রিল ১৬, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ ইআরডি-কে আইডিএ-এর প্রস্তাবিত ৪৫ মিলিয়ন ডলারের আইডিএ ঋণ সম্পর্কে আলোচনার নিমিত্তে সরকারের প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। সাথে সাথে ফাউন্ডেশনের সামাজিক উন্নয়ন তহবিল-এ co-financing-এর ব্যবস্থা করতে CIDA, DANIDA, DGIS, NORAD এবং SIDA-কে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করার জন্যেও সরকারের নিকট প্রস্তাব করে।

৮১.০ ইআরডি এপ্রিল ২১, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ-কে জানায় যে এপ্রিল ৩০, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত ঋণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সরকারের জন্যে অসুবিধাজনক। কারণ, আইডিএ-এর প্রচলিত হলুদ মলাটের SAR এবং খসড়া ঋণচুক্তি তখনও পাওয়া যায় নাই এবং এ সকল কাগজ-পত্র পাওয়ার পর সেগুলো আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে আলোচিত হতে হবে। এ পরিস্থিতিতে মে ৭, ১৯৯০ তারিখ আলোচনার নতুন তারিখ স্থির করার জন্যে

ইআরডি প্রস্তাব করে। এছাড়া উল্লেখ করা হয় যে, প্রাথমিক SAR-এ ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে যেগুলোর সম্বন্ধে এ মুহূর্তে ফাউন্ডেশনের পক্ষে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সম্ভব হবে না।

৮২.০ এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের একটি অনানুষ্ঠানিক (আনুষ্ঠানিক নিবন্ধীকরণের প্রস্তাব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের দফতরে তখনো প্রক্রিয়াধীন ছিল) বৈঠক আহবান করা হয়। বৈঠকে যে-সকল বিষয় আলোচনা করা হয়, সেগুলো সুবিন্যস্ত করে অতি সংক্ষিপ্তভাবে মোট সাতটি পয়েন্ট আকারে ইআরডি সচিব বরাবর এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (designate) ইআরডি সচিবের এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখের পত্রের উত্তর প্রদান করেন। পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, (ক) প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের সরকারি অনুদানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে নিজস্ব ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত, (খ) পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের পরই আগামী কয়েক বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, তহবিলের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ও পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হবে এবং (গ) ফাউন্ডেশনের নিজস্ব সত্তা বজায় রাখার স্বার্থে আইডিএ-এর নিকট হতে ৪৫ মিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তির বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারেও উপযুক্ত সময় এখন নয়। এছাড়া ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (designate) ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব বরাবর প্রেরিত উপ-আনুষ্ঠানিক পত্রের বক্তব্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৮৩.০ এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখে এম. সাইদুজ্জামান তাঁর স্বাক্ষরিত এক নোটে আইডিএ-এর SAR এর ওপর তাঁর বিস্তারিত মন্তব্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) বদিউর রহমান বরাবর প্রেরণ করেন। এম. সাইদুজ্জামান তাঁর মন্তব্যে নিজস্ব সম্পদে প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশন পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া SAR-এ উল্লিখিত আর্থিক প্রাক্কলন সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে BRAC এবং URDEP কর্তৃক সম্ভাব্য অর্থের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রাক্কলন সঠিক প্রতীয়মান হয় না বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে (পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ) আগামী ৫-৭ বছরে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচনে কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে তার কোন হিসাব আছে কি? থাকলে, আইডিএ-এর প্রস্তাবিত ৪৫ মিলিয়ন ডলারের প্রাক্কলন যাচাই করা সম্ভব হতো। তাছাড়া ফাউন্ডেশন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে আইডিএ-এর পরামর্শগুলোর ব্যাপারে এ মুহূর্তে ফাউন্ডেশনের পক্ষে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়।

৮৪.০ এপ্রিল ২৭, ১৯৯০ তারিখে বিশ্বব্যাংক পুনরায় সরকার ও ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ঋণচুক্তি আলোচনার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ডিসিতে গমনের তারিখ জানতে চায়। এ ছাড়া ইআরডি-এর এপ্রিল ২১, ১৯৯০ তারিখের পত্রের জবাবে বিশ্বব্যাংক জানায় যে, "it is extremely important that we agree on the broad parameters and the policy framework within which the Foundation would operate"। বিশ্বব্যাংক পুনরায় জোর দিয়ে বলে যে, আলোচনার সময়েই SAR এ উল্লিখিত বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ফাউন্ডেশন হতে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতার মাপকাঠি (eligibility criteria), নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতের (auditing and reporting requirements) বিষয়ে সমঝোতা হতে হবে। এ সকল বিষয়ে সমঝোতা হলে ফাউন্ডেশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।

৮৫.০ মে ২, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের অফিসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আইডিএ প্রস্তাবিত "দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প"-এর খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন, খসড়া ঋণচুক্তি এবং খসড়া প্রকল্প চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ইআরডি-এর পক্ষ হতে বলা হয় যে, ঋণচুক্তির আলোচনা আগামী মে ৭, ১৯৯০ তারিখে না হলে ১৯৯০ অর্থবছরে আইডিএ-এর বোর্ডে এ প্রকল্প উপস্থাপিত হবে না। ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ইতঃপূর্বে পরিচালনা পর্ষদের এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখের সিদ্ধান্তসমূহ পুনরায় বৈঠকে জানানো হয় এবং বলা হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী মে ৭, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ-এর সাথে ঋণচুক্তি আলোচনা করা "সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত হইবে না"। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, "আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবানুযায়ী পেশকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ঋণচুক্তি ও প্রকল্পচুক্তির ওপর আলোচনা বর্তমান পর্যায়ে, ... যুক্তিসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় হইবে না বিধায়, এ সম্পর্কে আই.ডি.এ-কে অবিলম্বে বহিঃসম্পদ বিভাগ অবহিত করিবে"।

৮৬.০ পিকেএসএফ মে ২, ১৯৯০ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies-এর দফ্তর হতে Companies Act, 1913 এর অধীনে নিবন্ধন লাভ করে অর্থাৎ Certificate of Incorporation পায় (নিবন্ধন নম্বর সিটিও-২৮৬(৫)/৯০) এবং ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি চূড়ান্ত হয়। স্মারক ও সংঘ বিধির অধীনে মে ২৩, ১৯৯০ তারিখে "গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত ও লাভের জন্যে নহে" সংঘ রূপে একটি কোম্পানী গঠনের জন্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঠিকানাসহ তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং স্বাক্ষর করেন: এম. সাইদুজ্জামান, বদিউর রহমান, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, তাহরুন্নেসা আব্দুল্লাহ, এ. এ. কোরেশী এবং প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

৮৭.০ মে ৬, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি সচিব ইনাম আহমেদ চৌধুরী ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে পত্রের মাধ্যমে জানান যে, "সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিবেচনা করে বহিঃসম্পদ বিভাগ মনে করে যে, আইডিএ প্রস্তাবিত আলোচনায় সরকার ও ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যোগদান করা বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসঙ্গত হবে। ... ... প্রস্তাবিত আলোচনা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ভবিষ্যত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ অত্যন্ত সহায়ক হবে"।

৮৮.০ মে ৭, ১৯৯০ তারিখে মে ১১-১৮, ১৯৯০ তারিখে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য "দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প"-এর ঋণচুক্তি বিষয়ে আলোচনা বৈঠকে তিন সদস্যের বাংলাদেশ দল গঠিত হয়: (ক) ড. হারুন-উর-রশীদ (দলনেতা), ইআরডি, (খ) বদিউর রহমান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, এবং (গ) ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার অথবা কাউন্সিলর (ইকোনমিক)। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন গমন করে আলোচনায় অংশ নেয়।

৮৯.০ মে ১৭, ১৯৯০ তারিখে সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মুনিমকে লিখিত পত্রে বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট Attila Karaosmanoglu প্রস্তাবিত প্রকল্পের ঋণচুক্তি বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ প্রকল্পের বিষয়ে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ঋণ চুক্তি আলোচনার জন্যে "fully authorized and prepared" দল প্রেরণ করা হয় নাই এবং আইডিএ-এর ঋণ কর্মসূচি হতে এ প্রকল্প বাদ দেয়া হয়েছে। এ অর্থ বাংলাদেশের অন্য কোন প্রকল্পের জন্যেও পাওয়া যাবে না বলে আই.ডি.এ জানিয়ে দেয়।

৯০.০ মে ১১-১৭, ১৯৯০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের মধ্যে কোন চুক্তি ছাড়াই আলোচনা ভেঙ্গে যায়। আইডিএ তার ঋণ কর্মসূচি থেকে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাদ দেয়। উভয় পক্ষ আলোচনার একটি সম্মত কার্যবিবরণীতেও স্বাক্ষর করতে পারেনি। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ও আইডিএ এই আলোচনায় আলাদা আলাদা কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে। বাংলাদেশ দল কর্তৃক পৃথকভাবে মে ১৮, ১৯৯০ তারিখে যে-কার্যবিবরণী তৈরি হয় সেখানে ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব/দলনেতা ড. এম. হারুনুর রশীদ, বদিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সদস্য এবং ড. আকবর আলী খান, ইকোনমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি, সদস্য স্বাক্ষর করেন।

৯১.০ বিশ্বব্যাংকের আলোচনায় ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি বদিউর রহমান তাঁর পরিচালনা পর্ষদের এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোচনা করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আইডিএ-এর বিভিন্ন দলিলে (SAR, Loan agreement, Project agreement) আরও নমনীয় শর্ত রাখার সুপারিশ করে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিগণ standard IDA-guidelines এর বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে আইডিএ-এর প্রকল্প রূপরেখা অত্যন্ত অনমনীয় এবং ফাউন্ডেশনের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক বলে মত পোষণ করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আইডিএ সাহায্য কর্মসূচি হতে বাদ দেয়া হয় এই অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের এবং সরকারের এ প্রকল্প এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপারে কোন অঙ্গীকার (commitment) নাই এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল “lacked the mandate to make a meaningful agreement with IDA”। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল এ সকল অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে বলে যে, দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি অঙ্গীকার বদ্ধ থাকার কারণেই সরকার তার নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থে একটি স্বাধীন কাঠামো সংবলিত ফাউন্ডেশন গঠন করেছে।

৯২.০ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মুনিম বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মে ১৭, ১৯৯০ তারিখে লিখিত পত্রের জবাবে জুন ৭, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত আইডিএ প্রকল্প এবং ব্যর্থ আলোচনার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে পত্র দেন। পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, আইডিএ প্রকল্পে চিরাচরিত রূপরেখা (stereotyped design) ও বজ্রআটুনীযুক্ত রূপরেখা (over-design) বজায় থাকা এবং কোন নমনীয়তা (flexibility) না থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আলোচনায় একমত হয়নি। আইডিএ কোন প্রকার নমনীয়তার সুযোগ না দিয়েই একতরফাভাবে প্রকল্প বাতিল করেছে।

৯৩.০ অর্থমন্ত্রীর উপরোক্ত পত্রের জবাব বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জুন ১৫, ১৯৯০ তারিখে প্রদান করেন। পত্রে দাবী করা হয় যে, ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ যেহেতু সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (যা পূর্বে আইডিএ এর জানা ছিল না) যে, আইডিএ-এর নিকট হতে বর্তমান পর্যায়ে অর্থ গ্রহণ করা হবে না এবং ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি NGO Lobbying-এর সাথে যোগাযোগ করে ব্যাংক এ প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর না হওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, এসব কারণে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পকে আইডিএ ঋণ কর্মসূচি হতে বাদ দিয়েছে।

৯৪.০ অর্থমন্ত্রী জুলাই ১, ১৯৯০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দেন।

(পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ও যাত্রা শুরুর এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

পল্লী
কর্ম-সহায়ক
ফাউণ্ডেশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
টেলিফোন ঃ ৯১২৬২৪০, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
E-mail: pksf@pksf-bd.org, Web: www.pksf-bd.org

dhruBo mc 88 188 33